সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

হাদিস নাম্বারঃ ৩১২৮ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৩৩০]

১৬। হজ্জ (كتاب الحج)

পরিচ্ছেদঃ ৬৮. হজ্জ পালনকারী ও অন্যান্যের জন্য কাবাহ্ ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং সালাত আদায় করা, এর সকল পাশে দুআ করা মুস্তাহাব

باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

আরবী

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ . قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " . قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ .

বাংলা

৩১২৮-(৩৯৫/১৩৩০) ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আবদ ইবনু হুমায়দ (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... ইবনু জুরায়জ (রহঃ) বলেন, আমি আতা (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কি ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ তোমাদেরকে কেবল ত্বওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়নি?" 'আতা বললেন, ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) তো কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ করেননি, বরং আমি তাকে বলতে শুনেছিঃ উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিঃ) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর সকল পাশে দুআ করেছেন কিন্তু বের হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করেননি। তিনি বের হয়ে এসে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দুরাকাআত সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করেছেন এবং বলেছেন, এ হল কিবলাহ্। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর পার্শ্ব বলতে কী বুঝায়? তা দিয়ে কি কোণ বুঝানো হয়েছে? তিনি (আতা) আরও বললেন, এর সমস্ত পার্শ্ব ও কোণই কিবলাহ্।* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩১০৩, ইসলামীক সেন্টার ৩১০০)

English

Ibn Juraij reported:
I said to 'Ata': Have you heard Ibn 'Abbas saying: You have been commanded to observe circumambulation, and not commanded to enter it (the Ka'ba)? He ('Ata') said: He (Ibn Abbas) (at the same time) did not forbid entrance into it. I, however, heard him saying: Usama b. Zaid informed me that when Allah's Apostle (ﷺ) entered the House, he supplicated in all sides of it; and he did not observe prayer therein till he came out, and as he came out he observed two rak'ahs in front of the House, and said: This is your Qibla. I said to him: What is meant by its sides? Does that mean its corners? He said: (In all sides and nooks of the House) there is Qibla.

ফুটনোট

* "এটাই কিবলাহ" অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এর দিকে মুখ করে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করা হবে। এটা আর রহিত হবে যেরূপভাবে পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলাহ ছিল পরে তা রহিত করা হয়। অথবা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কাবাহ ঘরে ইমাম কোথায় দাঁড়াবে এটা শিখানো। ইমাম যেন এ ঘরের অন্যান্য কোণ বা কিনারায় না দাঁড়ায়। প্রত্যেক দিকেই দাঁড়ায়ে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় বৈধ হলেও এ কাবাই কিবলাহ্ এর আশেপাশে নির্মিত অন্য কোন মাসজিদ নয়। উপযুক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে মুহাদ্দিসগণ বিলাল (রাযিঃ) এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যে বর্ণনাতে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। উসামাহ্ (রাযিঃ) এর বর্ণনা গ্রহণ করেননি। কেননা বিলাল (রাযিঃ) এর বর্ণনায় একটি অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণিত হয়। আর ঐ ধরনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বর্ণনা নেতিবাচক বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার পায়। আর এখানে যে সালাতে রুকু’সিজদা বিদ্যমান তাই উদ্দেশ্য। এজন্যই ইবনু উমার (রাযিঃ) বলেন, তথায় কয় রাকাআত সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করা হয়েছিল তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি। আর উসামাহ (রাযিঃ) সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় করতে না দেখার কারণ হতে পারে যে, তিনি দুআ যিকরে মত্ত ছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দূরে অবস্থান করছিলেন। অন্যদিকে বিলাল (রাযিঃ) এর বিপরীত, কেননা স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে ছিলেন, কা'বার দরজা বন্ধ করায় সেখানে আঁধার নেমেছিল এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) খুব হালকা ছিল। কাবাহ অভ্যন্তরে সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) আদায় বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফিঈ, সাওরী ও জমহুরের মতে এতে ফারয (ফরয), নাফল, বিতর সকল সালাত (সালাত/নামাজ/নামায)ই আদায় জায়িয আর এটাই শক্তিশালী কথা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ ইবনু জুরায়জ (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=50211

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন